

পথ হারানোর পথ

- সেজন মহমুদ

সহনশীলতা বনাম আত্মঘাতী উগ্রতা

সাহিত্যে নৈতিকতা বিষয়ে আগের একটি লেখায় আমার নাস্তিক অনুভূতিতে আঘাত লাগিয়াছে বাক্যটি সৃষ্টির জন্য অনেক পাঠক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, আমরা কথায় কথায় আমার ধর্ম অনুভূতিতে আঘাত লাগিয়াছে বলি। এ কথার বিপরীতে এই বাক্যটি অন্য অনুভূতির প্রতি আমাদের মর্যাদাশীল হতে শেখাবে। একদম ঠিক কথা। পাঠকের মতামতের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু একটা বিনীত অনুরোধ, আমার আলোচনাকে দয়া করে ধর্মের বিরুদ্ধে বা নাস্তিকতার পক্ষে এ রকম কোনো ছাপ দেয়ার চেষ্টা করবেন না। আমার মূল বক্তব্য হলো, প্রতিটি মানুষেরই অধিকার তার পছন্দমতো বিশ্বাসকে আকড়ে ধরে বেচে থাকার বা বিশ্বাস না করার। এ দুটোই গ্রহণযোগ্য অবস্থান যতোক্ষণ না তা মনুষ্যত্ব বা মানবিকতার বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

প্রাবন্ধিক নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেছিলেন, আত্মঘাতী বাঙালি। এতে আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম অনেকেই। কিন্তু একটু গভীরে ভেবে দেখলে আমরা কি অস্বীকার করতে পারি, আমরা আত্মঘাতী নই? এই ব্যাপারটিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, অনেক মানুষের মধ্যে সেলফ মিউটিলেটিং বিহেভিয়ার বা নিজেকে শারীরিকভাবে আহত করার প্রবণতা থাকে। এরা নিজেদের শরীর কেটে বা ক্ষত সৃষ্টি করে আনন্দ পায় অথবা বুঝতেও পারে না যে, কি ক্ষতি করছে নিজের। একজন ব্যক্তির এই বৈশিষ্ট্য কি জাতিগত কোনো বৈশিষ্ট্য হতে পারে? হয়তো পারে না বা এভাবে কেউ ব্যাখ্যাও করতে চাইবেন না। কিন্তু একটা উদাহরণ ধরে নিই।

ধরা যাক, সরকার দশ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কোনো একটি বৃজ বানানোর জন্য। সেখানে যিনি ঠিকাদার তিনি তিন থেকে পাচ শতাংশ লাভ করবেন ধরে নিয়েই বাজেট করা হয়। তারপরও ইঞ্জিনিয়ার, চাদাবাজ এবং অন্য বখরাবাজদের শেয়ার দিয়ে ঘুস, দুর্নীতির গলি-ঘুপটি পার হয়ে নিজের লাভের জন্য ঠিকাদার তিনটার বদলে পাচটা বালি মেশাবেন সিমেন্টের সঙ্গে। যে বৃজের আয়ু হওয়ার কথা ছিল পনেরো বছর তা হয়তো বা পাচ বছরের মাথায় ভেঙে পড়বে। এভাবে যেদিন বৃজটি ভেঙে পড়বে সেদিন হয়তো মারা যাবে নিজের কোনো আত্মীয়, ভাই, বোন, শিশু বা অন্য কারো আত্মীয় পরিজন। তাহলে কি নিজেদের তাৎক্ষণিক লাভের জন্য নিজেদেরই বড় ক্ষতি করছি না আমরা? গবেষণায় আরো দেখা গেছে যে, যাদের মধ্যে এই সেলফ মিউটিলেটিং বিহেভিয়ার থাকে তাদের মধ্যে আত্মহত্যার বা আত্মঘাতী হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। তাহলে এই তাৎক্ষণিক লাভ বা ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় কি ওই সেলফ মিউটিলেটিং বিহেভিয়ার-এর সঙ্গে তুলনীয় নয়? এটাই কি আত্মঘাতী রূপ নয়?

সহনশীলতা বা টলারেন্স এমন একটা বৈশিষ্ট্য যা না থাকলে মানুষকে আর সভ্য বলা যায় না। কোনো একটা কিছু নিজের মতের বিরুদ্ধে বা স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেই ধর ধর মার মার শব্দে তেড়ে আসেন সবাই। সেই ছাত্র অবস্থায় যখন রাস্তায় স্লোগান দিতাম, সন্ত্রাসের কালো হাত ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও তখনই ঘোর আপত্তি করতাম। ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও বলাটাই তো আরেকটা সন্ত্রাস। একটা সন্ত্রাস দিয়ে কি আরেকটা দূর করা যায়? তাছাড়া সমাজের প্রতিটি স্তরে নিজেদের নিয়ে ভয়াবহ হীনম্মন্যতা বোধ বা ইনসিকিউরিটি। কোনো একটা নাটকে হয়তো একজন খারাপ আইনজীবীকে দেখানো হলো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আইনজীবী সমাজ ক্ষেপে গেলেন, নাট্যকারের

ফাসি চাই কিংবা কোনো একটা খারাপ ডাক্তারকে দেখানো হলো, ব্যস, চালাও ধর্মঘট, করো লেখকের মুণ্ডুপাত। ইমিগ্রান্ট বাঙালি স্বামীর এবং অন্যদের অশিক্ষা আর সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরলেন মণিকা আলী, ফ্লেপে যাও সিলেটবাসী। আমাদের আত্মসম্মান বোধ এতো ঠুনকো কেন? এতো সহজেই টলে যায় কেন সম্মানের হাড়ি?

এই সহনশীলতা বোধ করি সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে, বিশেষ করে সারা পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে। এখানে অবশ্য বলে রাখছি যে, আমি সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বোঝাচ্ছি না। কোনো কিছু হলেই অমুকের ফাসি, অমুকের মুখে চুনকালি মাখাতে পারলে পুরস্কার। অমুককে ঘোষণা করো মুরতাদ, অমুসলিম, নিষিদ্ধ করো তাদের প্রকাশনা, রোধ করে দাও বাকস্বাধীনতা। কেউ কেউ যেমন প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অতিরিক্ত ভালোবাসায় মনে করে আমি যখন পেলাম না তখন অন্য কাউকেই পেতে দেবো না তোমাকে, তাই মুখে ছুড়ে মারে এসিড, তাদের মানসিকতার সঙ্গে এই অতিরিক্ত ধর্মপ্রেমের কোনো তফাত নেই। এ সকল কর্মকাণ্ডই আত্মঘাতী উগ্রতার শামিল। অথচ ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব, মানবিকতা ইত্যাদি জাগানোর জন্য।

আমরা পাশ্চাত্যকে যতোই দোষারোপ করি না কেন, তাদের কাছ থেকে বহু বিষয়ে আমাদের শেখার আছে। তার মধ্যে একটি হলো সহনশীলতা বা টলারেন্স। কয়েকটি উদাহরণ দেবো যা আমাদেরকে অনেক কিছু শেখাবে।

ইউনিভার্সিটি অফ কুইনসল্যান্ড-এর একজন গবেষক ড. রল্যান ম্যাকক্লারি তার থিসিস লিখেছেন যিশু খৃষ্টের সেক্সসুয়ালিটি নিয়ে। তার গবেষণা মতে, যিশু যেহেতু কখনো বিয়ে করেননি এবং কোথাও তার কোনো নারীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানা যায় না, নিশ্চয়ই এর বাইরেও অন্য কিছু ছিল। কারণ, মানুষ যৌন জীবন বিবর্জিত নয়। যদিও কেউ কেউ হয়তোবা পুরোপুরি না হলেও আংশিক যৌন বিবর্জিত থাকতে পারেন। ড. রল্যান ম্যাকক্লারি তিন বছর ধরে গবেষণার পর বের করেছেন যে, যিশু স্বয়ং এবং ন্যূনতম পক্ষে তার তিনজন অনুসারী সমকামী ছিলেন। তার এই গবেষণা বই আকারেও বের হচ্ছে। এখানে লক্ষণীয় হলো – অনেকেই, বিশেষ করে কৃষ্টিয়ান ধর্মাবলম্বীরা তার এ দাবিতে আহত এবং ক্ষুব্ধ। কিন্তু কেউ-ই তাকে মৃত্যুদণ্ডদেশ দেয়নি অথবা তার মুখে চুনকালি দিতে বলেনি কিংবা তাকে অকৃষ্টিয়ান ঘোষণার দাবি জানায়নি। বরং কেউ কেউ শুধু মন্তব্য করেছেন এই বলে, What a joke! Tell the guy to go on Big Brother if he wants attention that bad! অর্থাৎ কি তামাশা! লোকটাকে বলো চালিয়ে যেতে তার যদি এতোই মনোযোগ পাওয়ার খায়েশ!

পাশাপাশি ড্যান ব্রাউন বই লিখছেন রহস্য উদঘাটনের আঙ্গিকে দি ডা ভিন্সি কোড (The Da Vinci Code) নামে। যেখানে যিশুকে তারই একজন অনুসারী মেরি ম্যাগডালেন-এর সঙ্গে বিয়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে দি ভিন্সি-র আকা ছবিকে একটা ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ যিশুর সমকামিতার দাবিকে ঠেকানোর জন্য ইতিহাসের ভাণ্ডার থেকে উপাদান নিয়ে পাল্টা লিখে তার জবাব প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস। প্রিয় পাঠক, আপনারাই অনুমান করুন, এই ঘটনা যদি আজকে ইসলাম ধর্মের কোনো ধর্মগুরুকে নিয়ে হতো তাহলে কি ঘটতো!

এখানেই শেষ নয়। যে কৃষ্টিয়ান ধর্মে সমকামিতাকে একেবারে গ্রহণ করা হয় না, এই প্রথমবারের মতো জন রবিনসন যিনি একজন প্রকাশ্য সমকামী তাকে নিউ হ্যাম্পশায়ার-এর একটি গির্জায় ধর্ম যাজকের পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এই উদাহরণগুলো এ কারণে দিচ্ছি না যে, আমি কৃষ্টিয়ান ধর্মের বা কৃষ্টিয়ান ধর্মাবলম্বীদের গুণগ্রাহী। এই উদাহরণগুলোর দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, অন্যদের কাছে থেকে আমাদের সহনশীলতা যে শেখা উচিত তা অনুধাবনের জন্য।

আমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে ভূরি ভূরি ঘটনা দেখতে পাবো যেখানে সত্য আবিষ্কারের জন্য বা সত্য কথা বলার জন্য অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিদের নির্যাতিত করা হয়েছে, এমন কি হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে। যেমন মানুষের শরীর কেটে হার্টের সার্জারি করতে যখন চিকিৎসক ইবনে সিনা চেষ্টা করেছিলেন তখন তার শহরের লোকেরাই তাকে বিতাড়িত করেছিল নিজ এলাকা থেকে ধর্মের অজুহাতে। যখন আন্দ্র্যাস ভিসালিয়াস মানব শরীরের ওপর প্রথম বই *De Humani Corporis Fabrica* লেখার জন্য মানুষের মৃতদেহ জোগাড় করতে গিয়েছিলেন তখন ধর্মগুরুরা তাকে হত্যার জন্য ধাওয়া করে এবং তিনি পালিয়ে প্রাণে না বাচলে আজকের এই আধুনিক শরীর বিদ্যার হয়তো জন্মই হতো না।

রসায়নবিদ লাভয়সিয়ে (Antoine-Laurent Lavoisier) যখন বাতাসে অক্সিজেনের উপস্থিতি এবং এটার গুণাগুণ আবিষ্কার করেন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাবের পক্ষে কথা বলেছিলেন তখন গির্জার ধর্ম পণ্ডিতরা, ধর্মাত্ম রাজনীতিকেরা তাকে ধর্মের বিরুদ্ধ অচারণের অজুহাতে *গিলোটিনে* (গলা কেটে) হত্যা করেছিল। তার হত্যা দেখে আরেকজন পণ্ডিত জোসেফ লুই ল্যাথাঞ্জে বলেছিলেন, *It took them only an instant to cut off that head, and a hundred years may not produce another like it.* অর্থাৎ এই মাথাটি কাটতে তাদের মাত্র এক পলক লেগেছে। অথচ একশ বছরেও হয়তো এমন একটি মাথার জন্ম হবে না।

সুন্নতেই সহনশীলতা এবং আত্মঘাতী উগ্রতার কথা বলেছিলাম। আমাদের দেশের ধর্মাত্ম, ইতিহাসের এসব ঘটনার দিকে ফতোয়াবাজদের তাকাতে বলি। এই উগ্রতা আত্মঘাতী। তার কারণ, পৃথিবীর ইতিহাস, মানুষের ইতিহাস বড়ই নিষ্ঠুর। যা কিছু সভ্যতার সামনে নিয়ে এসেছে পশ্চাদপদতার অন্ধ গলি সেসব কিছুই নিষ্কিণ্ড হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। এখানেই মানুষের ঐতিহাসিক জয়। এই আত্মঘাতী পথের তখনই শেষ হবে যখন সহনশীলতার মতো মানবিক গুণ অর্জিত হবে, অর্জিত হবে সত্যিকারের মুক্ত মন। এ কারণেই বুঝি দার্শনিকেরা বলেছিলেন, মুক্ত মনের চেয়ে বড় কোনো সম্পদ নেই!

sezan_mahmud@sbcglobal.net
saleh_rahman_97@post.harvard.edu

ওহাইও থেকে